**ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)'র ১৯তম**

**জাতীয় সম্মেলন ও ৩৫তম কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ মাঘ ১৪১৮, ২৬ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

            আসসালামু আলাইকুম।

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ - আইডিইবি'র ১৯তম জাতীয় সম্মেলন ও ৩৫তম কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

২০০৯ সালে আমি আপনাদের ৩৪তম কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। মাঝখানে ২ বছর পার হয়ে গেছে। আমি মনে করি এ অধিবেশনে আপনারা অবশ্যই নিজেদের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করবেন। পাশাপাশি দেশ ও জাতিকে এ দু'বছরে কী দিয়েছেন তারও একটা মূল্যায়ন আপনারা করবেন।

এভাবে প্রত্যেক পেশাজীবীই যদি তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করেন এবং অতীতের ব্যর্থতা মুছে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যান, তাহলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অবশ্যই অর্জিত হবে।

আপনাদের এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ‘‘গণমুখী তথ্যপ্রযুক্তি বদলে দেবে অর্থনীতি''।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। সে কারণেই গত নির্বাচনে আমাদের অঙ্গীকার ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে বিগত তিন বছরে আমরা কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি তা জনগণই বিচার করবেন। তবে আমরা আজ জোর দিয়ে বলতে পারি, সরকারি বিভিন্ন সেবা পেতে সাধারণ মানুষকে এখন আর আগের ন্যায় ভোগান্তি পোহাতে হয় না।

৬৪টি জেলায় তথ্য বাতায়ন খোলা হয়েছে। খোলা হয়েছে ই-সেন্টার। ৪৫০১ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। সেখানে থেকে সরকারি বিভিন্ন সেবা সহজে পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েব-সাইটে পাওয়া যাচ্ছে ই-বুক। পরীক্ষার ফলাফল থেকে শুরু করে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আজকে এসএমএস বা ওয়েবসাইটে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

আপনারা মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকেন। দেশের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কর্মকান্ডের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বাস্তবায়িত হয় আপনাদের মাধ্যমে। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ঘর-বাড়ী, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানার নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব আপনাদের।

এসব কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা নির্ভর করে আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর।

জনগণের করের পয়সায় উন্নয়ন কাজের সঠিক বাস্তবায়ন যাতে হয়, সেটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা এজন্য জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা সারাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছি। আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম সারাদেশে প্রায় ১ হাজার ৮০০টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স চালু করেছে। ফলে গ্রামের স্কুলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

সরকারি উদ্যোগে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত হয়েছে ২০৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

এছাড়া মেয়েদের জন্য আরও ৩টিসহ মোট ২৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার প্রতি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

দক্ষ মানসম্পদ তৈরির জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৭টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদেশে জনবল পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও ৩০টি টিটিসি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। ঢাকায় টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি গ্রামে ছোট ছোট  উৎপাদন কর্মকান্ডে যুক্ত হন, তাহলে তাঁদেরকে সরকার পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য আমরা তথ্য প্রযুক্তি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি।

আপনারা জানেন, বিগত বিএনপি সরকারের অদূরদর্শী নীতি ও ব্যর্থতার কারণে তথ্য প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইনফরমেশন হাইওয়েতে বিনা খরচে সংযোগ নেওয়ার সুযোগ থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। পরবর্তীকালে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আমাদের এ সংযোগ নিতে হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে। আমাদের কৃষি-খাতে সমন্বিত ব্যবস্থার ফলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৮২৮ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

ভৌত অবকাঠামা খাতে বিশেষ করে রাজধানীর যানজট নিরসনে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীবৃন্দ,

আপনাদের পেশাগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। কমিটির সুপারিশের আলোকে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আমাদের বিগত টার্মে আইডিইবি'র কেন্দ্রীয় ভবন নির্মাণে আমরা ১৯ কোটি টাকা দিয়েছিলাম। বর্তমানে স্পেসের অভাবে আপনারা অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহয়তা দেওয়া হবে।

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে মন্দা চলছে। খাদ্যপণ্যসহ প্রায় সকল নিত্যপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদেরকে অতিক্রম করতে হচ্ছে পূর্বতন দু'টি সরকারের রেখে যাওয়া পর্বতসমান সমস্যা।

সাহস, সততা ও আন্তরিকতার সাথে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশকে আমরা আবার ফিরিয়ে এনেছি শান্তি, উন্নয়ন আর প্রগতির ধারায়। দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে চাই। যে দেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা। যে দেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক দেশ-ডিজিটাল বাংলাদেশ।

এ পথযাত্রায় আমি আপনাদের এবং দেশবাসীর দো'য়া ও সহযোগিতা চাই।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...